

সঁজুতি ব্রত

সঁজুতি ব্রত কখন করে করা হয় – কার্তিকি মাসের সংক্রান্তি অর্থাৎ শেষে দিন থেকে আরম্ভ করে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত প্রত্যকে দিন বকিলে সঁজুতি ব্রত বা পূজা করতে হয়। কুমারী মযেরোই সঁজুতি ব্রত করে থাকে।

সঁজুতি ব্রতের কিকি দ্রব্য লাগে ও তার বধিান- দূর্বা, মধুপর্করে বাটি, এই বাটির মধ্য থাকাবৎ দুধ, দই, ঘি, মধু, চনি আর চন্দন। সঁজুতি ব্রত চার বছর পালন করে উদযাপন করতে হয়। উদযাপনের সময় তনিজন ব্রাহ্মণকে পরতিষে করে ভোজন করিয়ে প্রত্যকে ব্রাহ্মণকে একখান কাপড়, একখান চাদর, একটি বাটি আর সাধ্যমত ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হবে।

সঁজুতি ব্রতের ব্রতকথা সঁজুতির ৫২টি ঘর। সঁজুতির পূজায় খুব বেশী পরমাণে দূর্ব্বার দরকার হয়। এর প্রত্যকে ঘরে দূর্ব্বা দিয়ে (পরে লেখা) মন্ত্র বল পূজা করতে হবে। বাড়ির উঠোনে, ছাতে বা দালানে পটুলি দিয়ে সঁজুতির প্রত্যকেটি ছবি আঁকতে হবে। মাঝখানে গোল করে একে, তার ওপর ঘট বসাতে হয়।

শবিরে চারদিকে থাকবে ১৬টি ঘর। (১) জলভরা ঘট আর ঘটের পাশে একটি প্রদীপ জ্বালাতে হবে। (২) ষোলো ঘর ও শবি, (৩) দোলা, (৪) কড়া, (৫) বগুন পাতা, (৬) শরগাছ, (৭) বনোগাছ, (৮) বাশেরে কোড়া, (৯) -যমুনা, (১০) সুপুরি গাছ, (১১) চন্দ্র-সূর্য, (১২) হাট-ঘাট, (১৩) গোয়াল, (১৪) অশ্বত্থ গাছ, (১৫) বাঁটি, (১৬) খ্যাংরা,

(১৭) শবিমন্দির, (১৮) লতাপাতা, (১৯) নাটমন্দির, (২০) পাকা পান, (২১) ত্রিকোণা প্রদীপ, (২২) হাতে ছেলে, কাঁখে ছেলে, (২৩) ঢাকি, (২৪) খাট-পালঙ্ক, (২৫) ধাতা কাতা, (২৬) আম-কাঁঠালের পড়ি, (২৭) ঘি ও চন্দনের বাটি, (২৮) গহনা, (২৯) রান্নাঘর, (৩০) ঢাকি কর্কটি, (৩১) আয়না (৩২) উদ্‌ভিলালী, (৩৩) বডে, (৩৪) হাতা, (৩৫) পাখী,

(৩৬) কুলগাছ, (৩৭) কাজললতা, (৩৮) নক্ষত্র, (৩৯) সদির চুপড়ি, (৪০) পানের বাটা, (৪১) শাখ, (৪২) ময়না, (৪৩) দশপুতুল, (৪৪) পাখী, (৪৫) ইন্দ্র, (৪৬) তরোজ, (৪৭) খট্টা ডুমুর, (৪৮) ধানের মরাই, (৪৯) তালগাছ, (৫০) থুথু - ফলো, (৫১) থটা, (৫২) কুঁচ কুঁচতি

(১) জলরে ঘট ও প্রদীপে

হাত দযি়ে-

সাজন পূজন সঁজুতি

ষোলো ঘরে ষোলো ব্রতী

তার এক ঘরে আমি ব্রতী:

ব্রতী হয়.ে মাগি বর ।

ধন-পুত্রে বাড়ুক বাপ-মার ঘর ॥

(২) ষোলো ঘর ও শবি

হাত দযি়ে□

হে হর শঙ্কর দনিকর নাথ।

কখনো না পড়ি মূর্খরে হাত ।

(৩) দোলায়. হাত দযি়ে

দোলায়. আসি দোলায়. যাই ।

সোনার দর্পণে মুখ চাই ॥

বাপরে বাড়.রি দোলাখানি

শ্বশুরবাড়.ি যায়. ।

আসতে যতে দোলাখানি

ঘৃত মধু খায়. ॥

(৪) কৌঁড়ায. হাত দযি.ে

কৌঁড়ার মাথায়. ঢালিমটৌ।

আমি যনে হই রাজার বউ ।

কৌঁড়ার মাথায়. ঢালি ঘি

আমি যনে হই রাজার ঝি।

কৌঁড়ার মাথায়. ঢালি চিনি

আমি হনে হই রাজ-ঘরণী ॥

(৫) বগুন পাতায়. হাত দযি.ে

বগুন পাতা ঢোলা ঢোলা ।

মায.রে কোলে সোনার ডলো ॥

হনে মা পুত বঙিলি

শুভক্ষণে রাত পোহালি।

(৬) শরগাছে হাত দযি.ে

শর শর শর

আমার ভাই গায়.রে বর

বর বর ডাক পড়.ে।

গুয়াগাছে গুয়া ফলে ॥

আমার ভাই চবিযি.ে ফ্যালো ।

অন্ঘরে ভাই কুড.যি.ে গলে ॥

(৭) বনোগাছ-

বনো বনো বনো

আমার ভাই গাঁয়.রে সোনা ।

সোনা সোনা ডাক পাড.ে।

গা গুচি গুয়া পড.ে ।

আমার ভাই চবিযি.ে ফ্যালো।

অন্ঘরে ভাই কুড.যি.ে খলেো।

(৮) বাঁশরে কৌঁড়া

বাঁশরে কৌঁড়া, রূপরে ঝোড়া ।

বাপ রাজা, ভাই চড.ে ঘোড়া ॥

(৯) গঙ্গা-যমুনা. হাত দযি.ে□

গঙ্গা-যমুনা পুজন।

সোনার থালে ভোজন ॥

সোনার থালে ক্ষীররে লাডু।

শাখার আগতে সুবর্ণেরে খাডু ॥

(১০) গুয়াগাছে হাত দযি.□

গুয়াগাছ গুয়াগাছ

মূলটি ধরে মজা ।

বাপ হয়.ছেন দল্লীশ্বর,

ভাই হয়.ছেন রাজা ॥

(১১) চন্দ্র-সূর্যে হাত দযি.□

চন্দ্র-সূর্য পূজন

সোনার থালে ভোজন ॥

সোনার থালে ক্ষীরেরে লাডু।

শাখার আগতে সুবর্ণেরে খাডু ॥

(১২) হাট-ঘাটে হাত দযি.□

হাটে-ঘাটে পূজন

সোনার থালে ভোজন ।।

সোনার থালে ক্ষীরেরে লাডু ।

শাখার আগতে সুবর্ণেরে খাড. ॥



(১৩) গোয়ালং হাত দযিঃ-

গোয়াল ঘর পূজন

সোনার খালে ভোজন ॥

সোনার খালে কৃষীরে লাডু।

শাখার আগতে সুবর্ণরে খাড. ॥

(১৪) অশ্বত্থ গাছে হাত দযিঃ

অশ্বত্থ তলায়, বাস করি

সতীনরে ঝাড়, বনিশ করি ॥

সাত সতীনরে সাত কটোটা।

তার মাঝে আমার সোনার ॥

কটোটা

সোনার কটোটা নাড়ি চাড়ি।

সাত সতীনকে পুড়যিঃ মারি ॥

(১৫) ঝঁটতিঃ হাত দযিঃ

ঝঁটি ঝঁটি ঝঁটি,

সতীনরে শ্রাদ্ধে কুটনো কুটি।

(১৬) খ্যাংরায, হাত দযিঃ

থ্যাংরা থ্যাংরা থ্যাংরা,

সতীদাকে থ্যাংরে করবো দশে ছাড়া।

(১৭) শবিমন্দরি হাত দযি়ে□

হে হর মাগি বর

স্বামী হোক রাজ্যশ্বেবর ॥

সতীন হোক দাসী ।

বছর বছর একবার করে

বাপরে বাড়ি আসি ॥

(১৮) লতাপাতায় হাত দযি়ে□

লতাপাতা কুলদবেতা ।

সখিয়ে, সাদির পায়,ে আলতা।।

(১৯) নাটমন্দরি হাত দযি়ে□

নাটমন্দরি বাড়ি জোড়া।

দোর হাতি বাইরে ঘোড়া ।।

দাস-দাসী, গো-মহিষী ॥

রূপ যটাবন রাশি রাশি।।

সরুধাননে সাত পুত্রে।

জন্ম কাটুক মোর এযোস্ত্রীতে ।

(২০) পাকা পান হাত দযি়ে-

পাকা পান মর্তমান।

আমার স্বামী নারায়ণ ॥

যদি পান পাসুরে ।

তবে দবি সুমুর ॥

(২১) প্রদীপে হাত দযি়ে –

ত্রকিণা প্রদীপ চটকিণা

আলো।

অমুক দবৌ ব্রত করে জগতরে

আলো ।

(২২) হাতে ছলে, কাখে ছলে-

হাতে পো কাঁখে পো ।

পৃথিবীতে আমার যনে না পড়ে লো ॥

(২৩) ঢংকতি হাত দযি়ে-

ঢকৈপিপড়ন্ত, গাই বযিস্ত,উনুন জ্বলন্ত ।

কালো ধানতে রাঙা পুত।

জন্ম যনে যায. এযোস্ত্ৰীতে।।

(২৪) খাট-পালঙ্কে হাত দযি.-

খাট পালঙ্ক, লপে, দোলঙ্গ ।

গৰিদ্দে আশে-পাশে ॥

রূপ যটোবন সদাই সুখী।

সোযামী ভালবাসে।।

পাড়াপড়শী প্রতবিশৌ ।

মধু বর্ষে মুখে ।

জন্ম এযোস্ত্ৰী পুত্রবর্তী

জন্ম যায. সুখে।।



(২৫) ধাতা কাতায়. হাত দযি.-

যাতা কাতা বধিতা

তুমি দাও এই বর।

আমার স্বামী হন যনে

রাজ্যেশ্বর।

(২৬) আম-কাঁঠালরে পড়িতিতে

হাত দয়ি়ে

আম-কাঁঠালরে পড়িখানি

ঘচিচপ্ চপ্ করো

আমার ভাই রাজ্যশ্বেবর

সহেই বসতে পারে ॥

(২৭) ঘিও চন্দন বাটতিতে

হাত দয়ি়ে

ঘিচন্দন দয়ি়ে পূজিগো হরষি়ে ।

বনোরসী শাড়ী পরি যনে

রাত্রবাসে ।

(২৮) গহনায়. হাত দয়ি়ে-

পটিলতিতে আঁকা য়ে গহনা তার

ওপর দুর্বা দয়ি়ে পূজো

করবে, সহেই গহনার প্রত্যকেটরি

নাম বলে মন্ত্র বলে যমেন

আমি দহি পটিলরি বালা।।

আমার হোক সোনার বাসা ।

আমি দিছি পটিলুরি নথ।

আমার হোক সোনার নথ ॥

(২৯) রান্নাঘরে হাত দিবে-

রান্নাঘর পূজন ।

সোনার থালে ভোজন ॥

সোনার থালে ক্বীররে লাডু ।

শাখার আগে সুবর্ণরে খাডু।।

(৩০) ঢংকি কৰ্কটতি হাত-

ঢংকলিও লো কৰ্কটি

তোর সো হাটে ঘাটে ।

আমার সো সুবর্ণরে খাটে।।

(৩১) আয়.নায. হাত দিবে।

আয়.না আয়.না, সতীন যনে হয়.

না ।

যদি সতীন হয়., মরে যনে যায়. ।।

(৩২) উদবড়ালীতে হাত দিবে।

উদ্‌বড়োঁলী খুদ খা।

স্বামী রখে সতীন খা।।

(৩৩) বড়ে.তিহে হাত দযি.ে

বড়ে.ি, বড়ে.ি, বড়ে.ি।

সতীন বটৌ চড়েী ॥

(৩৪) হাতায. হাত দযি.ে

হাতা হাতা হাতা।

খা সতীনরে মাথা।।



(৩৫) পাখীর গায.ে হাত দযি.ে-

পাখী পাখী পাখী ।

সতীনকে ঘাটে নযি.ে যায.।

ততোলায. বসে দেখেি।

(৩৬) কুলগাছে হাত দযি.ে-

কুলগাছটি ঝকৈডী ।

সতীন বটৌ খকৈডী।।

(৩৭) কালজলতায়. হাত দযি.□

কাজললতা কাজললতা

বাসরঘর ।

আমার যনে হয়. একটি সুন্দর

বর।

(৩৮) নক্শত্রে হাত দযি. —

যতগুলি নক্শত্র ততগুলি ভাই।

বাসোয়া পূজো করে ঘরে

চলে যাই।

(৩৯) সদির চুপড.তি হাত দযি.□

সদির চুপড.ি পূজন ।

সোনার থালে ভোজন।

সোনার থালে ক্ষীররে লাডু ।

শাঁখার আগে সুবর্ণরে খাডু।

(৪০) পানরে বাটায়. হাত দযি.□

পানরে বাটা পূজন।

সোনার থালে ভোজন ।।

সোনার থালে ক্ষীররে লাডু।

শাঁখার আগতে সোনার খাডু॥

(৪১) শাঁখে হাত দযি়ে

শাখ সঙেল গাঙ নঙেল।

বাপ রাজা ভাই বাদশা।।

(৪২) ময.নায. হাত দযি়ে□

ময.না ময.না ময.না ।

সতীন যনে হয়. না ।।

(৪৩) দশ পুতুলে হাত দযি়ে —

এক একটি পুতুলে একটি করে

দুর্বা দযি়ে বলতে হবে□

(১) এবার মরে মানুষ হবে ।

রামরে মত পতি পাব।।

(২) এবার মরে মানুষ হবে।

লক্ষ্মণরে মত দেওর পাব ।

(৩) এবার মরে মানুষ হবে।

দশরথরে মত শ্বশুর পাব ।

(৪) এবার মরে মানুষ হবে।

কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাব।

(৫) এবার মরবে মানুষ হব ।

সীতার মত সতী হব ।

(৬) এবার মরবে মানুষ হব।

কুম্ভীর মত পুত্রবর্তী হব।

(৭) এবার মরবে মানুষ হব।

দ্রৌপদীর মত রাধুনী হব।

(৮) এবার মরবে মানুষ হব।

পৃথিবীর মত ধীর হব।

(৯) এবার মরবে মানুষ হব।

দুর্গার মত সোহাগী হব।

(১০) এবার মরবে মানুষ হব।

যটির মত জেওজ হব।

(৪৪) পাখীতে হাত দিযে।

সো পাখী সো পাখী।

আমি যনে হই জন্মমুখী।

(৪৫) ইন্দ্রতে হাত দিযে —

ইন্দ্ৰ পুঁজি জোড. কৰে।

সাত ভাইষ.ৰে বোন হয়.ে ।

আলো ধান.ে রাঙা পূ.তে।

জন্ম যায. যনে এয.োস্ত্ৰীতে ।

(৪৬) তরোজ.ে হাত দযি.ে-

তরোজ ভজেন তনি কুল.ে

শ্বশুর-স্বামী, পতি.ার কুল.ে।

এক তরোজ বাপ-মা.র

এক তরোজ শ্বশুর-শাশু.ড়ী.র

অন্য তরোজ আমা.র স্বামী.র।।

(৪৭) খট্.টা ডুমুর.ে হাত দযি.ে□

খট্.টা ডুমুর মত মাজাখানি।

হই যনে স্বামী সোহাগনি।

হংসযে. মৰ.ে সতীন কালি।

দনি রাত পডুক চোখ.ে পানি।

(৪৮) ধান.রে মৰায.ে হাত দযি.ে□

আমার যনে হয়, সাত গোলা।

আমি দিই পটিলুরি গোলা।

(৪৯) তালগাছে হাত দিযে।

তালগাছেতে খাবুই বাসা।

সতীন মরুক দেখতে খাসা।

(৫০) থুথু ফলো (থুথু ফলো) —

থুতকুড়ি থুতকুড়ি।

সতীন বটেটি আঁটকুড়ি।

(৫১) থটোতে হাত দিযে —

থটো থটো থটো থটোয়,ে দলিাম মটো।

আমি যনে হই রাজার বউ।।

থটো থটো থটো থটোয়,ে দলিাম ঘটি

আমি যনে হই রাজার ঝটি।

থটো থটো থটো থটোয়,ে দলিাম চনিটি

আমি যনে হই রাজার রাণী।।

দণ্ডেয়া দূর্বাগুলো নম্নিম্নন্ত্র

বলে

কুড়িযি,ে নতি,ে হব,ে ।

অরুণ ঠাকুর বরণে

ফুল ফুটছে চরণে

যখন ঠাকুরেরে আজ্ঞা পাই।

ফুল কুড়িয়ে ঘরে যাই ॥

ওই দূর্বাগুলো শেষে সজ্জুতি

কুঁচ কুঁচুতি ওপর চাপিয়ে “মন চলে

যা” মন্ত্র বলে দূর্বা দিয়ে ঘষবে

(৫২) কুঁচ কুঁচুতি

কুঁচ কুঁচুতি কুঁচুই বোন,

কনেরে কুঁচুই এতক্ষণ।

মোহর এলো ছালা ছালা,

তাই তুলতে এত বলো।।

কুঁচ কুঁচুতি কুঁচুই বোন,

কনেরে কুঁচুই এতক্ষণ।

টাকা এলো ছালা ছালা,

তাই তুলতে এত বলো ।।

কুঁচ কুঁচুতি কুঁচুই বোন,

কনেরে কুঁচুই এতক্ষণ।



ধান এলো ছালা ছালা,

তাই তুলতে এত বলো ।।

কুঁচ কুঁচুতি কুঁচুই বোন,

কনেরে কুঁচুই এতক্ষণ।

চাল এলো ছালা ছালা,

তাই তুলতে এত বলো

এরপর পটৌষ মাসেরে জন্ম দূর্বাগুলো

ভাল করে রেখে দিতে হবে

সাঁজুতি প্রণাম মন্ত্র

সাঁজ সাঁজুতি কর নিতি

আমার হোক ধর্মে মতি ।।

এই বলে প্রণাম করতে হবে।

সাঁজুতি ব্রতেরে ফল কুমারী মযেরো এই ব্রত পালন করলে তাদের সমস্ত
মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে থাকে।